দৈনিক খবর

তারিখ 27 SEP 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম ৬

186

### একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা

# '৮৬ সালে সরকারীকরণ করা হয়েছে আজও সরকারী সাহায্য পায়নি

।। খুলনা ব্যুরো অফিস ।। দিঘলিয়া (খুলনা), ২৬শে সেপ্টেম্বর।– ঐতিহ্যবাহী দিঘলিয়া থানার সেনহাটি প্রতিভাময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে একাধিক সমস্যা বর্তমান। শিল্প ও জনবহুল এলাকার এ বিদ্যালয়টি সমস্যা কবলিত হওয়ার কারণে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। জানা গেছে, ১৯৭৪ সালে বিদ্যানুরাগী ব্যারিস্টার এস কে সেন অত্র এলাকার নারী সমাজের কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও অন্ধকার দূর করার জন্য তার নিজের দানকৃত ·৫৪ শতক জমির ওপর প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন প্রতিভাময়ী বালিকা বিদ্যালয় নামে এই বিদ্যালয়টি। প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর স্কুলটি নানা অসুবিধার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। দুই তিন বছর বন্ধ থাকার পর অত্র এলাকার বিদ্যানুরাগী শ্যামল কুমার সেন সচিনকুণ্ডু, মোল্যা মুজিবুর রহমান, মোঃ সিদ্দিকুজ্জামান, শেখ সাইদুর রহমান প্রমুখের প্রচেষ্টায় পুনরায় বিদ্যালয়টি চালু হয়।

১৯৮৬ সালে এ বিদ্যালয়টি সরকারীকরণ করা হয়। অথচ আজও বিদ্যালয়টি সরকারী কোন সাহায্য পায়নি। অসংখ্য সমস্যা এখন ঘিরে আছে এ বিদ্যালয়টিকে। এসব সমস্যার মধ্যে ভবন সম্প্রসারণ, নতুন ভবন প্রতিষ্ঠাসহ সংস্কার জনিত সমস্যাই উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে এ বিদ্যালয়টিতে ৩ জন শিক্ষক ও ১ জন শিক্ষিকা ৪ শত শিক্ষার্থী শিক্ষা দানেরত আছেন। স্থানাভাবে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নেয়া সম্ভব হয় না। এদিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বেঞ্চ চেয়ার টেবিল নেই। অনেক সময় ছাত্রছাত্রীদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বেঞ্চ–এর অভাবে ছাত্রছাত্রীরা বই হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতিভাময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গোলের ঘরটির জরাজীর্ণ অবস্থা। একটু বৃষ্টি হলেই চালচুয়ে পানি পড়ে। চেয়ার–টেবিলের অভাবে শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লাস নেন। গত আগস্ট মাসে চালচুয়ে পানি পড়ার কারণে স্কুলের দরকারী কাগজপত্র ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে স্কুলটির অবস্থা করুণ। এমতাবস্থায় স্কুলের পুরাতন ঘরটি মেরামত, নতুন ভবন প্রতিষ্ঠাসহ পর্যাপ্ত পরিমাণে চেয়ার বেঞ্চ, আলমারী আশু প্রয়োজন। এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।